প্রথম আলো

তারিখ 17 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক-কর্মচারী নেই, হাতেকলমে শেখার সুযোগ অপ্রতুল

সাইফুল হক মোল্লা, কিশোরগঞ্জ

২০০৫-০৬ অর্থবছরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদে পাঁচ একর জায়গার ওপর কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়। ২০০৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। চার বছরেই এখানে দেখা দিয়েছে নানা অব্যবস্থাপনা। শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় জনবল নেই। ব্যবহারিক ক্লাসে যন্ত্রপাতি অপ্রতুল।

ইনস্টিটিউট ও শিক্ষার্থী সূত্র জানায়, ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রেষণে দেওয়া তিনজন শিক্ষক ও ৪০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে ইলেকট্রনিকস টেকনোলজি, কম্পিউটার টেকনোলজি, ফুড টেকনোলজি ও রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং টেকনোলজি নামে চারটি বিভাগে এক হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী দুই পালায় পড়াশোনা করছেন। এই শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন ১০ জন শিক্ষক। তাঁদের সবাইকে এখানে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি কয়েকজন অতিথি শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের (অতিথি শিক্ষক) বেতন দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এ জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে বাড়তি টাকা। বাইরে থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে বেশ সাজানো-গোছানো মনে হলেও সবকিছুতে একটা অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে।

কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও তাঁরা হাতেকলমে কিছুই শিখতে পারছেন না। কেবল বই মুখস্থ করেই দিন কাটছে তাঁদের। এখানে একটি গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়নি। গ্রন্থাগারের জন্য যে কক্ষটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এলোমেলোভাবে ছড়ানো-ছিটানো কিছু চেয়ার-টেবিল ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁরা আরও অভিযোগ করে বলেন, গ্রন্থাগারের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হলেও এখন পর্যন্ত একটি বইও ক্রয় করা হয়নি। গ্রন্থাগার সচল থাকলে তাঁদের নোট বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হতো না। নোট বই নিষিদ্ধ হলেও কিছু শিক্ষক নোট বইয়ের ব্যবসা করছেন। বিশেষ কিছু প্রকাশনীর নোট বই শিক্ষকের কাছ থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

ইলেকট্রনিকস টেকনোলজির তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মিজানুর রহমানসহ একাধিক শিক্ষার্থী জানান, দ্বিতীয় সেমিস্টারে তাঁরা ব্যবহারিক ক্লাসের কক্ষে (ল্যাবরেটরি) কেবল দুদিন ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্লাসের কক্ষে যে ধরনের যন্ত্রপাতি আছে, তা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাজে লাগে না। তৃতীয় সেমিস্টারের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমরা নির্ধারিত বিষয়গুলো হাতেকলমে শিখতে ব্যবহারিক ক্লাসের কক্ষে গিয়ে দেখি এসব বিষয়ের কোনো যন্ত্রপাতি নেই। আছে অষ্টম সেমিস্টারের যন্ত্রপাতি। সব কটি ব্যবহারিক ক্লাসের কক্ষে প্রায় একই অবস্থা।'

এ সময় শিক্ষার্থীরা এ প্রতিবেদককে জানান, একাডেমিক ভবনের বেশির ভাগ এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পানির অভাবে শৌচাগারগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের প্রায়ই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। খাবার পানিরও ভালো ব্যবস্থা নেই। কারও পানি পানের প্রয়োজন হলে পাঁচতলা ভবন থেকে নিচে নেমে নলকূপ থেকে পানি পান করতে হয়।

ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ নানা সমস্যার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'কমপক্ষে ৩৮ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন কর্মচারী দরকার হলেও এখানে কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়নি। যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেষণে এসেছেন। তাঁরা দ্বিগুণ পরিশ্রম করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেন না। অতিথি শিক্ষক দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্যবহারিক ক্লাসের কক্ষে যন্ত্রপাতির সমস্যা আছে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ হলে সব সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যেত।'